

২৫২

## বর্তমান ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ



মূল্য ১০ টানা

---

୧୪ ନଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୈତ୍ରେର ଲେନ. ଆମବାଜାର ଟ୍ରୀଟ, କଲିକାତା,  
ଓଦ୍ଦୋଧନ କାର୍ବାଲୟ ହିତେ  
ଶାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ।

କଲିକାତା,

୧୯ ନଂ ନମ୍ବର ଚୋଥୁରୀର ବିତୋଧ ଲେନ.  
“କାଲିକା-ସନ୍ଦେ”  
ଆଶରଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦୀ କର୍ତ୍ତକ ମୂଲ୍ୟିତ ।

---





ଓ আমি আমি আমি আমি আমি আমি  
ও আমি আমি আমি আমি আমি আমি







## ভূমিকা ।



শামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভা-  
প্রস্তুত “বর্তমান ভারত”, বঙ্গসাহিত্যে এক  
অমূল্যরস্তা । তমসাছন্দ ভারতেতিহাসে একটা  
পর্যাপ্ত সম্বন্ধ দেখা অতি কম নোকের ভাগ্যেই  
ঘটে । স্থুলদৃষ্টি সাধারণ পাঠক ইহাতে ছুই  
চারিটি ধর্মবীর বা কর্মবীরের মৃত্তি এবং ছুই  
একটি ধর্মবিদ্ব বা রাজ্যবিদ্ব, অতি অসম্ভব  
ভাবে গ্রন্থিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না ।  
গবেষণাশীল যশোলিপ্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত-  
কুলের স্মৃক্ষ দৃষ্টিও, আচা জাতিসমূহের  
মানসিক গঠন, আচার ব্যবহার, কার্যপ্রণালী  
প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহত হইয়া, এখানে অনেক  
সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং কুঞ্চিকারুত  
কিন্তু কিমাকার মৃত্তি সকলই দেখিয়া থাকে ।  
বিশেষতঃ যে শক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায়

## ভূমিকা ।

প্রবিষ্ট, যাহার খেলা বৈদিক অধিকার হইতে বৌদ্ধাধিকার পর্যন্ত সর্বপ্রকার উচ্চভাব সমুদয়ের সমাবেশ করিয়া ভারতকে জগতের শিরোভূষণ করিয়াছিল, যাহার হীনতায় পুনরায় মুন্দুমান প্রভৃতি বিজাতীয় রাজগণের ভারতে প্রবেশ, সেই ধর্মশক্তি পাশ্চাত্য পশ্চিমকুলের দৃষ্টিতে ছায়াময় অবাস্তব মৃক্ষিবিশেষকূপে প্রকাশিত সুতরাং উহাদ্বারা যে জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সমাধান হইতে পারে, ইহা তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। ব্যক্তিগত ভাবনমূহূর্ত সমষ্টিকূপে সমাজগত হইয়া জাতিবিশেষের জাতীয়ত্ব সম্পাদন করে। এই জাতীয়ত্ব ভাব ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরম্পর বিভিন্ন বলিয়াই এক জাতির পক্ষে অপর জাতির ভাব বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠে এবং নেই জন্মই ভারতেতিহাস সম্বন্ধ ভাবে বুঝিতে পাইয়া পাশ্চাত্য পশ্চিমকুল অনেক সময়ে বিফলমনোরথ হন। আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের মে অভাব তাহা নহে কিন্তু উহার

## ভূমিকা ।

সৃষ্টি সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ  
এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাহাদের দ্বারাই  
একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে । বহুল  
পরিভ্রমণ, গর্কিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা  
পর্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত  
এবং ভারতের দেশের আচারব্যবহার এবং  
জাতীয়ত্ব ভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ  
অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও  
তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে  
স্বামীজির মনে ভারতের যে চিত্ত অক্ষিত  
হইয়াছিল, “বর্তমান ভারত” তাহারই নির্দর্শন  
স্বরূপ ।

ভারতেতিহাসের জটিল প্রশ্নসমূহের সমা-  
ধানে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে  
বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই নাই ; পাঠ-  
কের ক্ষমতা থাকে ত বিচার করিয়া দেখুন ।  
তবে স্বামীজির স্থায় অসামান্য জীবন এবং  
প্রতিভোৎপন্ন মীমাংসা যে চিহ্ন ও পাঠের  
যোগ্য, সে বিষয়ে কে সন্দিহান হইতে পারে ?

## ভূমিকা ।

“বর্তমান ভারত” প্রথমে প্রবক্ষাকারে পাক্ষিক পত্র “উদ্বোধনে” প্রকাশিত হয়। অনেকের মুখে ঐ নময়ে শুনিয়াছিলাম যে, উহার ভাষা অতি জটিল এবং দুর্বোধ। এখনও হয়ত অনেকে ঐ শব্দ বলিবেন কিন্তু অঙ্গ আমরা নেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া। ভাষার দোষ সৌকার পূর্দ্ধক “বর্তমান ভারত” উপহার হল্কে সমজ্ঞভাবে পাঠক নয়ীনে সমাগত নহি। আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অঙ্গভাষা যে অতি অল্পায়তনে অতি অধিক ভাবরাশি প্রকাশে নমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথা ও দেখি নাই। পদলালিতা ও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের একটই অভাব নে, বোধ হয় যেন লেখক প্রাতোক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যক মত প্রয়োগ করিয়াছেন।

অধিকন্ত ইহা একখানি দর্শন প্রচ্ছ। ভারত-সমাগত যাবতীয় জাতির মাননিক ভাবরাশি-

## ভূমিকা ।

সন্মুক্ত দল দশসহস্রবর্ষবাপী কাল ধরিয়া  
উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে  
শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া  
দেশে শুধু দুঃখের পরিমাণ কিন্তু কখন হ্রাস  
কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির  
সংগিশ্রেণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্য-  
প্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বন্ধ ভারতীয়  
জাতিসমূহ কোনু স্থিতেই বা আবদ্ধ হইয়া  
আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া নমভাবে পরিচয়  
দিতেছে এবং কোনু দিকেই বা ইহাদের  
ভবিষ্যৎ গতি, সেই শুরুতর দার্শনিক বিষয়টি  
“বর্ত্যান ভারতের” আলোচ্য বিষয় । ইহার  
ভাষা কেমন করিয়া আদি বা করুণরস সংযোগে  
নভেল মাটকাদির তুল্য হইবে, তাহা আমরা  
বিনাতে পাবি না । দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে  
এখন যথার্থ রসজ্ঞ লোকের একান্ত অভাব ।  
গভীর চিন্তাপ্রস্তুত বিজ্ঞানেত্তৃসন্দর্ভনাদির  
অথবা আদি ও করুণ ভিন্ন বৌর রসাদির  
লেখক ও পাঠক অতীব বিরল । নাধারণ

## ভূমিকা ।

লোকের ত কথাই নাই, তাহাদের রুচি মার্জিত  
এবং বিশুদ্ধ হইয়া চিন্তাশীল লোকের সম্মানাই  
হওয়া এখনও অনেক দূর । অতএব ভাষা  
সম্বৰ্কেও এ প্রকার প্রতিবাদের উত্তর প্রদান  
আমরা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম এবং  
পাঠকের নিজ নিজ বিচারবৃক্ষেই এস্থলে  
মীমাংসক রহিল ।

পরিশেষে বাঙ্কণাদি উচ্চ বর্ণের উপর  
স্বামীজির কিছু বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়া  
যে প্রতিবাদ-ধ্বনি “বর্তমান ভারতের” প্রথমা-  
বির্ভাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও সপক্ষে বা  
বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া পাঠকের  
সত্যানুরাগ এবং স্পষ্টবাদিতার উপরেই  
আমরা নির্ভর করিলাম । সহস্র প্রতিবাদেও  
সত্যের অপলাপ বা অসত্যের প্রতিষ্ঠা হয়না  
এবং “মন মুখ এক করাই” সত্যলাভের প্রধান  
সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে  
পারি । নিকার কটুকশাঘাতে অভিজ্ঞাত ব্যক্তির  
হৃদয়ে আত্মানুসন্ধান এবং সংশোধনেছাই

## ভূমিকা ।

বলবত্তী হয় কিন্তু ইতর ব্যক্তির হৃদয় ।  
আঘাতে জ্যোতি অন্ত্য, হিংসা, সত্যগোপন  
প্রভৃতি কুপ্রয়ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া  
অবনতির পথে দ্রুতপদসঞ্চারে অগ্রসর হয় ।

এখানে ভারতের মহাকবির কথা আমাদের  
মনে উদয় হইতেছে যথা :—

“অলোকনামান্তমচিষ্ট্যহেতুকম্  
নিষ্ঠি মন্দাশ্চরিতম্ মহাত্মনাম্” ।

১৬। জ্যোষ্ঠ

১৩১২

}

অলমিতি—  
সারদানন্দ ।





## বর্তমান ভাস্তু ।

বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান्, দেবগণ  
 তাহার মন্ত্রবলে আহুত হইয়া পান ভোজন  
 গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্তি ফল  
 প্রদান করেন। ইহলৌকিক মন্ত্রের কামনায়  
 প্রজাবর্গ, রাজস্তবর্গ ও তাহার দ্বারস্থ। রাজা  
 সোম \* পুরোহিতের উপাস্ত, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট ;  
 আহতিগ্রহণেপু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের  
 উপর সদয় ; দৈববলের উপর মানব-বল কি  
 করিতে পারে ? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজা ও  
 পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাহাদের কৃপা-  
 দৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য ; তাহাদের আশীর্বাদ  
 সর্বশ্রেষ্ঠ কর ; কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ,

সোমলতা—বেদে উহা 'রাজা সোম' এই অভিধানে  
 উক্ত ।

## বর্তমান ভারত ।

কখন সহদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতি-জাল-বিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নিদেশবর্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়—পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের ঘোষণাপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাতেজস্বী জীবদ্ধশায় অতি কৌতুমানু, প্রজা-বর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুপাতের স্থায় কালসমুদ্রে তাহার যশঃস্মৃত্য চিরদিন অস্তমিত ; কেবল মহাসত্ত্বানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধবাজী, বর্ষার বারিদের স্থায় পুরোহিতগণের উপর অজ্ঞ-ধন-বর্ষণ-কারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রদাদে জাহাজ্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ-জগতে নাম-মাত্র দেয় ; পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃক্ষ-বনিতার চির-পরিচিত ।

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন ।

## বর্তমান ভারত ।

বৈশ্বেরা রাজার খাত, তাহার দুঃখবতী গান্ডী ।

কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায়, প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই; হিন্দু জগতেও নাই, বৌদ্ধ জগতেও তদ্রূপ । যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য শৃঙ্গদেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, অজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিযক্ত প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে রাজ্যের প্রথা-স্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চ বাচ্য নাই । প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলারপে প্রকাশ করিতেছে । সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই । তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা শৃঙ্গ শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে ।

নিয়মের অভাব—তাহাও নহে; নিয়ম

## বর্তমান ভারত

আছে, প্রণালী আছে, নির্দ্বারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড প্রক্ষার সকল বিষয়েরই পুঁজ্বানুপুঁজ্ব নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ—দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিশ্বাপকত্ব একেবারেই নাই শলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্যসাধনাদেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বৃক্ষিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ সত্ত্ববৃক্ষ ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিলাভেছার কোনও শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

আবার ঐ সকল নিদেশ পুস্তকে। পুস্তকাবলী নিয়ম ও তাহার কার্য-পরিণতি এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্রিবর্ণের \* পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডোকু

\* অগ্রিবর্ণ—স্র্যবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিবারাত্রি অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরতাদোষে যন্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়।

## বর্তমান ভারত ।

অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া ধান ;  
ধর্মাশোকহ \* অতি অল্পসংখ্যক । আকবরের  
স্থায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের স্থায়  
প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প ।

\* ধর্মাশোক—ভারতবর্ষের একচত্র সদ্বাট অশোক ।  
ইনি গ্রীঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন ।  
আত্মত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্যের দ্বারা সিংহাসন লাভ  
করাতে ইনি পূর্বে চণ্ডাশোক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ।  
কথিত আছে, সিংহাসন লাভের প্রায় নয় বৎসর পরে  
বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার স্বভাবের অন্তুত পরিবর্তন  
সম্পন্ন হয় । ভারত ও ভারতের দেশে বৌদ্ধধর্মের  
বহুল প্রচার তাঁহার দ্বারাই সাধিত হয় । ভারত, কাবুল,  
পারস্য এবং পালেন্তাইন প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি আবিস্তৃত  
স্তুপ, স্তুপ এবং পর্কত গাত্রে খোদিত শাসনাদি ঐ বিষয়ে  
ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এই প্রকার ধর্মাশোক  
এবং প্রজারক্ষনের জন্যই ইনি পরে “দেবানাং পিয়দশি”  
(দেবতাদের প্রিয়দর্শন) ধর্মাশোক বলিয়া বিধ্যাত হয়েন ।  
মহাবীর আলেকজান্ডার যাঁহার বিক্রমে ভারতবিজয়ে  
বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধ পরাক্রান্ত নরপতি  
চন্ত

## বর্তমান ভারত ।

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া থাইবার শক্তি লোপ হয় । সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না । সর্বদাই শিশুর স্থায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায় । দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজা ও কখন স্বায়ত্ত-শাসন শিখে না ; রাজনুর্ধাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায় । ঐ “পালিত” “রক্ষিত”ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল ।

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক আতিভজ্ঞ-নোৎপন্ন শান্ত্রশাস্তি সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দিন, মূর্খ, বিদ্বান् সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারনিক, কিন্তু কার্য্য কর্তৃদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে । শাস্তিগণের শাসন-কার্য্য অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার

## বর্তমান ভারত

শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতিপত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, “এদেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে”—যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না, তাহাও নহে। যখন পরিভ্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নির্দশন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি দ্বারা অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়তে বর্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে বপিত হইয়াছিল, অঙ্কুর, সেখায় উদ্গত হইল না; এ ভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ ভিন্ন সমাজ মধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে বৌদ্ধ যতিগণের মঠে, ঐ স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার নির্দশন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপি নাগা মন্ত্রাসীদের মধ্যে

## বর্তমান ভারত

পঞ্চের ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায় মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় ।

বৌদ্ধোপন্থাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্তৃবর্গের শক্তির বিকাশ ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী মঠাশ্রয় উদাসীন । “শাপেন চাপেন বা” রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই । থাকিলেও আহতিভোজী দেব-কুলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও নিষ্প্রাভিমুখী ; কত শত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি বুদ্ধ-প্রাণ নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার ।

কাজেই রাজশক্তি-রূপ মহাবল যজ্ঞাশ্চ আর পুরোহিত-হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংষত-রশ্মি নহে ; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছদচারী । এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগায়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তি ও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়-

## বর্তমান ভারত ।

বংশ-সম্মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে ; এ যুগের দিগ্দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-শাসন, আসমুদ্রক্ষিতাংশগণই মানব-শক্তি-কেন্দ্র । এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সন্তাট চন্দ্রগুণ, ধর্মাশোক প্রভৃতি । বৌদ্ধযুগের একছত্রা পৃথিবীপতি সন্তাড়গণের স্থায় ভারতের গৌরবন্ধিকারী রাজংগণ আর কখন ভারত-সিংহাসনে আরুচ হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজ-পুতাদি জাতির অভ্যুত্থান । ইহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রত্যাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শত খণ্ড হইয়া যায় । এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তির পুনরভূত্যান রাজ-শক্তির সহিত সহকারিভাবে উভ্যক্ত হইয়াছিল ।

এ বিশ্ববে—বৈদিক কাল হইতে আরু হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিশ্ববে বিরাট্ক্রমে স্ফুটিকৃত পুরোহিত-শক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ—তাহা মিটিয়া গিয়াছে, এখন এ দুই মহাবল পরম্পর সহায়ক ; কিন্তু নে মহিমাপূর্ণ

## বর্তমান ভারত

ক্ষাত্রবীর্য ও নাই, ব্রহ্মবীর্য ও লুপ্ত। পরম্পরের  
স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ,  
বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্যে  
ক্ষয়িতবীর্য এ নৃতন শক্তি-সংগম, নানাভাগে  
বিভক্ত হইয়া, আয় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল;  
শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধনহরণাদি  
ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া পূর্ব রাজন্তবর্গের  
রাজস্থানাদি যজ্ঞের হাস্তেদীপক অভিনয়ের  
অঙ্গপাত মাত্র করিয়া ভাট্চারণাদি-চাটুকার-  
শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগ্জ্ঞাল-জড়িত  
হইয়া, পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের  
স্থলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

যে পুরোহিতশক্তির সহিত রাজশক্তির  
সংগ্রাম বৈদিক কাল হইতেই চলিতেছিল,  
ভগবান् শ্রীকৃষ্ণের অমানব প্রতিভা স্বীয় জীব-  
দশায় যাহার ক্ষত্রপ্রতিবাদিতা আয় ভঙ্গ  
করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ-  
শক্তি জৈন ও বৌদ্ধ উপপ্লাবনে ভারতের কর্ম-  
ক্ষেত্র হইতে আয় অপস্থত হইয়াছিল, অধিবা-

## বর্তমান ভারত ।

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের আজ্ঞানুবন্ধী হইয়া কথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেছিল, যাহা মিহির-কুলাদির \* ভারতাধিকার হইতে কিছুকাল প্রাণপথে পূর্ব প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ঐ প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য মধ্য এসিয়া হইতে সমাগত কুরকর্মা বর্ষর-বাহিনীর পদানত হইয়া, তাহাদের বীভৎস রৌতি নৌতি স্বদেশে স্থাপন করিয়া, বিশ্বাবিহীন বর্ষর ভুলাইবার নোজা পথ মন্ত্রতন্ত্রমাত্র-আশ্রয় হইয়া, এবং তজ্জন্য নিজে সর্বতোভাবে হত-বিদ্য, হতবীর্য, হতাচার হইয়া, আর্য্যাবর্তকে একটি প্রকাণ বাম বীভৎস ও বর্ষরাচারের আবর্তে পরিণত করিয়াছিল, এবং যাহা কুসংস্কার ও অনাচারের অবশ্যঙ্গাবী ফলস্বরূপ সারহীন ও অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পশ্চিম হইতে সমুখিত মুসলমানাক্রমণরূপ প্রবল বায়ুর স্পর্শমাত্রেই তাহা শতধা ভগ্ন হইয়া

\* মিহিরকুল—রাজপুতজাতির পূর্বপুরুষ ।

## বর্তমান ভারত

মুসলমান পতিত হইল।—পুনর্বার কখনও উঠিবে কি কে জানে?

মুসলমান রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্য-শক্তির প্রাচুর্যাব অসম্ভব। হজরৎ মহম্মদ সর্করতোভাবে ঐ শক্তির বিপক্ষ ছিলেন, এবং যথাসম্ভব ঐ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত; তিনিই ধর্ম-গুরু; এবং সত্রাট্ হইলে প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন। যাহুদী \* বা ইশাহী, † মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের মূর্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবন ধারণ

\* সচরাচর যাহাকে ইহুদী বলে—Jew.

† খৃষ্ণিয়ান।

## বর্তমান ভারত ।

করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহা ও কখনও কখনও ; নতুবা রাজার ধর্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফেরহত্যাকূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন !

একদিকে রাজশক্তি, ভিন্নধর্মী ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সংক্ষারিত ; অপর দিকে পৌরোহিত্যশক্তি সমাজশাসনাধিকার হইতে সর্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে স্থানে কোরাণোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারস্পরী আরবী । সংস্কৃত ভাষা, বিজিত হিন্দুদের ধর্মমাত্র প্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথিক্রিয় প্রাণ-ধারণ করিতে লাগিল আর ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিবাহাদি রীতিনীতি পরিচালনেই আপনার দুরাকাঞ্চা চরিতার্থ করিতে রহিল—তাহা ও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া ।

বৈদিক ও তাহার নব্রিহিত উত্তরকালে পৌরোহিত্য শক্তির পেষণে রাজশক্তির সূক্ষ্মি হয় নাই । বৌদ্ধবিদ্বের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির

## বর্তমান ভারত ।

ধিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন, এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুন্নাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্য শক্তির নব জীবনের চেষ্টা ।

পদদলিতপৌরোহিত্যশক্তি মুসলমান রাজা, বহু পরিমাণে মৌর্য্য, গুপ্ত, আঙ্গ, ক্ষাত্রপাদি\* সাম্রাজ্যবর্গের গৌরবন্তি পুনরুন্নাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল ।

এই প্রকারে কুমারিজ হইতে শ্রীশক্তির ও শ্রীরামানুজাদি পরিচালিত, রাজপুতাদিবাহ, জৈনবৌদ্ধরূপিরাজকলেবর, পুনরভূযথানেচ্ছু ভারতের পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমানাধিকার-মুগে চিরদিনের মত প্রস্তুপ রহিল । যুদ্ধবিগ্রহ,

\* ক্ষাত্রপ—আর্য্যাবর্ত ও গুজরাটের পারস্পরদেশীয় সাম্রাজ্যগণ ।

## বর্তমান ভারত ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ যুগে কেবল রাজ্যায় রাজ্যায় ! এ যুগের শেষে যখন হিন্দুশক্তি মহারাষ্ট্র বা শিখবৌধ্যের মধ্যগত হইয়া হিন্দুধর্মের কথাঙ্কিং পুনঃস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তখনও তাহার সঙ্গে পৌরোহিত্য শক্তির বিশেষ কার্য ছিল না ; এমন কি, শিখেরা প্রকাশ্যভাবে আক্ষণ-চিহ্নাদি পরিত্যাগ করাইয়া স্বধর্মলিঙ্গে ভূষিত করিয়া আক্ষণসন্তানকে স্বসম্পদায়ে গ্রহণ করে ।

এই প্রকারে বহু ঘাতপ্রতিষ্ঠাতের পর রাজশক্তির শেষ জয় ভিন্নধর্মাবলম্বী রাজন্ত-বর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত আকাশে প্রতিষ্ঠিত হইল । কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার অভাব বিস্তার করিতে লাগিল ।

এ শক্তি এত নৃতন, ইহার জন্ম কর্ম ভারত-বাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই ছুর্কৰ্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডারী

## বর্তমান ভারত ।

হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র । ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তি কি—

আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকার-স্মৃহা উদ্বৃত্তি করিয়াছে । বারম্বার ভারত-বাসী বিজ্ঞাতির পদদলিত হইয়াছে । তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার-ক্রপ বিজয়ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন ?

অধ্যাত্মবলে গন্তবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ানু, শাপাত্ম, সংসারস্মৃহাশূন্ত তপস্বীর অকুট সম্মুখে দুর্দৰ্শ রাজশক্তিকে কল্পাধিত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে । সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজ্ঞাযুথের ন্তায়, নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহা ও দেখিয়াছে ; কিন্তু ষে বৈশ্যকুল, রাজগণের কথা দূরে থাকুক,

## বর্তমান ভারত ।

রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বন্ধহস্ত ও ভয়ত্বস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া বাপার অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লংঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মুসলমান রাজগণকে আপনাদের কীড়া-পুস্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্ত্রগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যাত্ম স্বীকার করাইয়া তাহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে ও যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্বিত লড় একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, ‘পামর, রাজসামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিম্’, অচিরকাল মধ্যে ঐ দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইষ্ট ইশ্বর্যা কোম্পানী নামক বণিক সম্পদায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, ভারতবাসী কখনও দেখে নাই ! !

## বর্তমান ভারত ।

নস্তাদি শুণত্রয়ের বৈষম্যতারতম্যে প্রস্তুত  
ৰাক্ষণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই নকল  
সভ্য-সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে  
আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির  
সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে,  
কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয়  
যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে রাক্ষণাদি চারি-  
জাতি যথাক্রমে ব্রহ্মকরা ভোগ করিবে ।

চীন, সুমের, \* বাবিল, † মিসরি, খলুদে, ‡  
আর্য, ইরানি, ¶ যাহুদি, আরাব, এই সমস্ত  
জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে রাক্ষণ বা  
পুরোহিত হল্টে । দ্বিতীয়যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ  
রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভূদয় ।

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্-  
দায়ের সমাজনেতৃত্ব, কেবল ইংলণ্ডেমুখ

\* খলদিয়ার আদিম নিবাসী ।

† প্রাচীন বাবিলন নিবাসী ।

‡ খলদিয়া (Chaldeea) নিবাসী ।

¶ প্রাচীন পারস্য নিবাসী ।

## বর্ণমান ভারত ।

আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিদিগের মধ্যেই প্রথম  
ঘটিয়াছে ।

যদ্যপি ও প্রাচীন টায়র, কার্থেজ এবং  
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে ভেনিসাদি  
বাণিজ্যপ্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বহুপ্রাপশালী  
হইয়াছিল, কিন্তু তথায়ও ব্যথার্থ বৈশ্বের  
অভূয়দয় ঘটে নাই ।

প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই সাধারণ  
ব্যক্তিগণ ও আপনাদিগের দাসবর্গের সহায়তায়  
ঐ বাণিজ্য করাইতেন এবং তাহার উদ্ভৃত ভোগ  
করিতেন । দেশশাসনাদি কার্যে সেই কতিপয়  
পুরুষ সওয়ায়, অন্য কাহারও কোন বাঙ্গ-  
নিষ্পত্তির অধিকার ছিল না । মিসরাদি প্রাচীন  
দেশসমূহে ব্রাহ্মণ্যশক্তি অল্প দিন প্রাধান্ত  
উপভোগ করিয়া রাজন্য শক্তির অধীন ও সহায়  
হইয়া, বাস করিয়াছিল । চীন দেশে কংফুচের\*

\* Confucius—চীনদেশীয় বহুপ্রাচীন ধর্ম এবং  
নীতি সংস্কারক ।

## বর্তমান ভারত ।

প্রতিভায় কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি, সার্কি দ্বিসহস্র  
বৎসরেরও অধিককাল পৌরোহিত্য শক্তিকে  
আপন স্বেচ্ছান্বসারে পালন করিতেছে, এবং  
গত দুই শতাব্দী ধরিয়া সর্বগ্রাসী তিক্কতীর  
লামারা রাজগুরু হইয়াও সর্ব প্রকারে সন্ত্রাটের  
অধীন হইয়া কালযাপন করিতেছেন ।

ভারতবর্ষে রাজশক্তির জয় ও বিকাশ  
অস্থান প্রাচীন সভ্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক  
পরে হইয়াছিল, এবং ক্ষজ্জন্মহই চীন মিনর  
বাবিলাদি জাতিদিগের অনেক পরে ভারতে  
সাম্রাজ্যের অভূত্তান । এক যাহুদী জাতির  
মধ্যে রাজশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পৌরোহিত্য  
শক্তির উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সম্পূর্ণ  
অক্ষম হইয়াছিল । বৈশ্যবর্গও সে দেশে কখনও  
ক্ষমতা লাভ করে নাই । সাধারণ প্রজা  
পৌরোহিত্য-বন্ধন-মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া,  
অভ্যন্তরে ইশাহি ইত্যাদি ধর্মসম্প্রদায়সংঘর্ষে  
ও বাহিরে মহাবল রোমক রাজ্যের পেষণে  
উৎসন্ন হইয়া গেল ।

## বর্তমান ভারত

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে  
বাঞ্ছণ্য শক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত  
হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত  
বৈশ্বশক্তির প্রবলাঘাতে, কত রাজমুক্ত  
ধূল্যবলুষ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরদিনের মত  
ভগ্ন হইল। যে কয়েকটী সিংহাসন সুসভা  
দেশে কথফিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহা ও তৈল  
লবণ শর্করা বা সুরা ব্যবনায়ীদের পণ্যলক্ষ  
প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে আঘীর ও মরাহ  
নাজিয়া নিজ নিজ গৌরব বিষ্টারের আস্পদ  
বলিয়া।

যে নৃতন মহাশক্তির প্রভাবে নুহুর্ত মধ্যে  
তড়িৎ-প্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে  
বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের স্থায় তুঙ্গ-  
তরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার  
নিদেশে এক দেশের পণ্যাচয় অবলীলাক্রমে  
অন্তদেশে সমানীত হইতেছে এবং আদেশে  
সন্ত্রাটকুল ও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী  
এই বৈশ্বশক্তির অভুত্যানক্রম মহাতরঙ্গের

## বর্তমান ভারত ।

শীর্ষস্থ শুভ ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন  
প্রতিষ্ঠিত ।

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে  
শুভ ইশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয় ও  
নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাজ্যগণের ভারত  
বিজয়ের স্থায়ও নহে । কিন্তু ইশামসি,  
বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গনিবলের ভুক্ত-  
কারী পদক্ষেপ, ভূরীভেরীর নিনাদ, রাজ-  
সিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পক্ষাতে  
বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান । সে ইংলণ্ডের  
ধর্ম্ম—কলের চিম্বি, বাহিনী—পণ্যপোত,  
যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—  
স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী ।

এই জন্মই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভি-  
নব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারতবিজয় । এ নূতন  
মহাশক্তির সর্জর্বে ভারতে কি নূতন বিশ্বব  
উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের  
কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতি-  
হাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে ।

## বর্তমান ভারত ।

- পূর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্ব কালে কর্তকগুলি লোক-হিতকর এবং অপর কর্তকগুলি অহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়।

পুরোহিত্য শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে, এজন্য পুরোহিত-দিগের প্রাধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চার আবির্ভাব। অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানবপ্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেখায় প্রবেশ অসম্ভব ; জড়বৃহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়-দশী সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইঁহারাই পুরোহিত, মানব সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।

দেববৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাধ্যার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না। সর্বভোগের

## বর্তমান ভারত

অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি  
পুরোহিত-কুল। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাত বা  
অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই  
পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্মহই  
পুরোহিত-প্রাধান্তে প্রথম বিজ্ঞার উন্নেষ।  
হুর্দৰ্শ ক্ষত্রিয়সিংহের এবং ভয়কল্পিত প্রজা-  
অজ্ঞাযুথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান।  
সিংহের সর্বনাশেছাপুরোহিতহস্তপ্রত অধ্যাত্ম-  
রূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজনমদোন্নত  
ভূপালয়ন্দের যথেছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকল-  
কেই ভস্ত্র করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন  
দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ  
জলে সে অগ্নি নির্বাপিত। পুরোহিত-প্রাধান্তে  
সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুজ্বরের উপর  
দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের  
প্রথম অধিকার বিজ্ঞার, অকৃতির কৌতুহল  
জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অঙ্কুটভাবে  
যে অধীরস্ত লুকায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ।  
পুরোহিত জড় চেতন্তের প্রথম বিভাজক,

## বর্তমান ভারত ।

•ইহপরমোক্তের সংযোগসহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজ্ঞি প্রজার মধ্যবন্তী মেতু । বঙ্গ-কল্যাণের প্রথমাঞ্চুর, তাঁহারই তপোবনে, তাঁহারই বিষ্ণুনিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমৃদ্ধুত ; এজন্তই সর্ব-দেশে প্রথম পূজ্ঞা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্তই তাঁহাদের শুভিগ্নি আমাদের পক্ষে পবিত্র ।

দোষও আছে ; প্রাণ-স্ফুর্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বত্যবীজ উপ্ত । অঙ্ককার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে । প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশ সাধন করে । স্তুলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সার্কজনীন প্রত্যক্ষ ; অস্ত্রশস্ত্রের ছেদভেদ, অগ্ন্যাদির দাহিকাদিশক্তি স্তুল প্রকৃতির প্রবল সর্জন সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে । ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দিধা থাকে না । কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশ-কেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল

## বর্তমান ভারত ।

শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে, বা অন্তর্ভুক্ত মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেখায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে ; বিশ্বাসে সেখায় জোয়ার ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেখায় কখন কখন সন্দেহ হয় । যেখায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্যাতন সমস্তই উপস্থিতি বাহুবল ছাড়িয়া, স্তুল উপায় ছাড়িয়া ইষ্ট সিদ্ধির জন্য কেবল স্তন্ত্র, উচ্চাটন, বশীকরণ মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্তুল স্মৃক্ষের মধ্যবর্তী এই কুঞ্চিটিকাময়, প্রাহেলিকাময় জগতে ধীঃহারা। নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ঐ প্রকার ধূত্রময়ত্বাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয় । সে মনের সম্মুখে সরল-রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্ত করিয়া লয় । ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সর্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব ; আর সর্কাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রস্তুত অপরাদহিষ্ঠুতা । যে বলে আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূত প্রেতাদির

## বর্তমান ভারত ।

উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ, স্বচ্ছন্দ, ঐশ্বর্য্য, তাহা অন্তকে কেন দিব ? আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক । গোপন করিবার সুবিধা ক'ত ! এ ঘটনাটক মধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয় ; সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন, ও তাহার বিষময় কল । কালে গোপনেছার প্রতি-ক্রিয়াও আপনার উপর আনিয়া পড়ে । বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ব বিদ্যার নাশ ; যাহা বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাণ বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও ( নৃতন বিদ্যার কথা ত দূরে থাকুক ) চেষ্টা রাখা বলিয়া ধারণা হয় । তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নাম-মাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অঙ্গুল রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেন ; অন্ত্যন্ত জাতির সহিত কাজেই বিষম সজৰ্ষ ।

## বর্তমান ভারত ।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব-  
আগোম্বেষের প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায়  
উহা সমুপস্থিত হয় । এ সংগ্রামে জয় বিজয়ের  
ফলাফল পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্থা, যে  
সংবন্ধ, যে ত্যাগ সত্ত্বের অনুসন্ধানে সম্মত  
প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার  
কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য বিস্তারে  
সম্পূর্ণ ব্যয়িত । যে শক্তির আধারত্বে তাহার  
মান, তাহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম  
হইতে নরকে সমানীত । উদ্দেশ্যহারা, খেই-  
হারা, পৌরোহিত্যশক্তি উর্ণকীটবৎ আপনার  
কোষে আপনিই বন্ধ ; যে শৃঙ্খল অপরের পদের  
জন্ম পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্মিত,  
তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে  
প্রতিহত করিয়াছে ; যে নকল পুরুষানুপুরু  
বহিঃশুক্রির আচারজাল নমাজকে বজ্রবন্ধনে  
রাখিবার জন্ম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া-  
ছিল, তাহারই তন্ত্রাশিষ্ঠারা আপাদ-মন্ত্রক-

## বর্তমান ভারত ।

বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত । আর উপায় নাই, এজাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না । যাঁহারা এ কঠোর বক্ষনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছিঁড়িয়া অস্থান্ত জাতির রুতি অবলম্বনে ধন-সংগ্রহে নিযুক্ত, সমাজ ক্রক্ষণাং তাঁহাদের পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন । শিখাইন টেড়িকাটা, অঙ্ক ইউরোপীয় বেশভূষা আচারাদিস্ময়ণিত ব্রাক্ষণের ব্রক্ষণে সংগ্রহ বিশ্বাসী নহেন । আবার, ভারতবর্ষে যেখানে এই স্বাগত ইউরোপী রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে, সেখানেই পুরুষানুক্রমাগত পৌরোহিত্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাক্ষণ্যবকুল অস্থান্ত জাতির রুতি অবলম্বন করিয়া ধনবান् হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত পূর্বপুরুষদের আচার ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে ।

গুজরাদেশে ব্রাক্ষণজাতির মধ্যে প্রত্যেক

## বর্তমান ভারত

অবাস্তর সম্প্রদায়েই দুইটি করিয়া ভাগ আছে, একটি পুরোহিত ব্যবসায়ী অপরটি অপর কোনও বৃত্তি দ্বারা জীবিকা করে। এই পুরোহিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই উক্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত এবং অপর সম্প্রদায় একই ব্রাহ্মণকুলপ্রস্তুত হইলেও পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সহিত ঘোন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। যথা “নাগর ব্রাহ্মণ” বলিলে উক্ত ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্ত পুরোহিত, তাঁহাদিগকেই কেবল বুঝাইবে। “নাগর” বলিলে উক্ত জাতির যাঁহারা রাজকর্মচারী বা বৈশ্য-বৃত্ত, তাঁহাদিগকে বুঝায়। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত প্রদেশ সমূহেও এ বিভাগ আর বড় চলে না। নাগর ব্রাহ্মণের পুত্রেরা ও ইংরাজী পড়িয়া রাজকর্মচারী হইতেছে, অথবা বাণিজ্যাদি ব্যাপার অবলম্বন করিতেছে। টোলের অধ্যাপকেরা সকল কষ্ট সহ করিয়া আপনাপন পুত্রদিগকে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং বৈত্ত কায়স্থাদির

## বর্তমান ভারত

বৃত্তি অবলম্বন করাইতেছেন। যদি এই-প্রকার শ্রোত চলে, তাহা হইলে বর্তমান প্ররোচিত জাতি আর কতদিন এদেশে থাকিবেন, বিবেচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। যাহারা সম্প্রদায়বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর ব্রাহ্মণ-জাতির অধিকার-বিচুতি-চেষ্টারূপ দোষারোপ করেন, তাঁহাদের জ্ঞানা উচিত যে, ব্রাহ্মণ জাতি প্রাকৃতিক অবশ্যস্তাবী নিয়মের অধীন হইয়া আপনার সমাধিমন্দির আপনিই নির্মাণ করিতেছেন। ইহাই কল্যাণপ্রদ, প্রত্যেক অভিজ্ঞাত জাতির স্বহস্ত্রে নিজের চিতা নির্মাণ করাই প্রধান কর্তব্য।

শক্তিসংঘ যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকৌরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসংঘ অত্যাৰশ্যক, তাহার শরীরময় সংগ্রালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্ৰীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই

## বর্তমান ভারত ।

কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঁজীকৃত । যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

অপরদিকে রাজনিংহে মুগেক্সের গুণদোষ-রাশি সমস্তই বিদ্যমান । একদিকে আত্ম-ভোগেছায় কেশরীর করাল নখরাজী তৃণগুল্ম-ভোজী পশ্চকুলের হৃৎপিণ্ড বিদ্যারণে মুহূর্তও কুঞ্জিত নহে, আবার কবি বলিতেছেন, স্ফুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জন্মুক সিংহের ভক্ষ্যকূপে কখনই গৃহীত হয় না । প্রজাকুল রাজশান্দুলের ভোগেছার বিষ্ণ উপস্থিত করিলেই তাহাদের সর্বনাশ, বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞাশিরোধার্য্য করিলেই তাহারা নিরাপদ । শুধু তাহাই নহে, সমান প্রযত্ন, সমান আকৃতি, সাধারণ সত্ত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, পুরাকালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোনও দেশে সম্যক্কূপে উপলব্ধ হয় নাই । রাজকূপ-কেন্দ্র তজ্জন্মই সমাজ দ্বারা সৃষ্টি, শক্তিসমষ্টি

## বর্তমান ভারত ।

সেই কেন্দ্রে পুঁজীকৃত এবং তথা হইতেই চারি-  
দিকে সমাজশরীরে প্রস্তুত । ব্রাহ্মণাধিকারে  
বে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও  
শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে  
সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক  
বিদ্যানিচয়ের শৃষ্টি ও উন্নতি ।

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটীরে উন্নত  
মস্তক লুকায়িত রাখিতে পারেন, বা জন-  
সাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাঁহার তৃষ্ণি সাধনে  
সক্ষম ?

নেরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই,  
দেবত্বের যাঁহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য  
বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহা-  
পাপ, লাভেচ্ছার ত কথাই নাই । রাজশরীর  
সাধারণ শরীরের স্থায় নহে, তাহাতে অশোচাদি  
দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু  
হয় না ।) অসূর্যাম্পশ্চরূপা রাজদ্বারাগণও এই  
ভাব হইতে সর্বতোভাবে মোকলোচনের  
সাক্ষাতে আবরিত । কাজেই পর্ণকুটীরের

## বর্তমান ভারত

স্থানে অট্টালিকার সমুথান, গ্রাম্যকোলাহলের, পরিবর্ত্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্যরত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বন্দু—শনৈঃপদনঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন জঙ্গল স্তুল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রম-সাধ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির রঞ্জতুমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল। নগরের আবির্ভাব হইল।

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্তি মহারাজগণ অক্ষে অরণ্যাশয়ী হইয়া ধ্যানবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিত্তকা, উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে

## বর্তমান ভারত ।

প্রচারিত । এস্থানেও ভারতে পুরোহিত্য ও রাজন্ত্রশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ । কর্মকাণ্ডের বিলোপে পুরোহিতের ব্রতিনাশ, কাজেই স্বত্বাবতঃ সর্বকালের সর্বদেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বন্ধপরিকর, অপর দিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়-কুল ; সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ।

পুরোহিত যে একার নর্মবিদ্যা কেজীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেইপ্রকার সকল পার্থিব-শক্তি কেজীভূত করিতে যত্নবান् । উভয়েরই উপকার আছে । উভয় বন্তুই নময়বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যিক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায় । যৌবনপূর্ণদেহ সমাজকে বালোপদ্যোগী বন্দে বলপূর্বক আবক্ষ করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্জ্বার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয় ।

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারাত্মকার শিশুসন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের স্থায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রয়োজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার। সমাজ—গৃহের সমষ্টি মাত্র। ‘প্রাণে তু ষোড়শে বর্ষে’ যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের স্থায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাণ হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত ঘোবনদণ্ডায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তি-নিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও নভ্যতা নির্ভর করে। ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উত্তোলনের লিঙ্গ। বারব্দার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা

## বর্তমান ভারত

ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্কাক, জৈন, বৌদ্ধ,  
শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতান্ত, ব্রাহ্ম-  
সমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের  
মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রযোষী ধর্মতরঙ,  
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।  
অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা  
সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনাত্তগ্রি  
জন্ত কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবস্থন করিবে ?  
সমগ্র সমাজশরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে,  
সমাজ একেবারে উত্তমবিহীন হইয়া বিনাশ  
প্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যাক্ষবাদী চার্কাক-  
দিগের দ্রুত্মাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব।  
পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্ম-  
কাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে  
সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাগ্রয় জৈন এবং অধিকৃত-  
জ্ঞাতিদিগের নিঃক্রিয় অত্যাচার হইতে নিষ্প-  
স্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিত্তি কে উদ্ধার  
করিত ? কালে যখন, বৌদ্ধধর্মের প্রবল  
সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও

## বর্তমান ভারত

সাম্যবাদের আতিশায়ে স্বগ্রহে প্রবিষ্ট নানা বর্সর 'জাতির পৈশাচিক বৃত্তে সমাজ টুমলায়মান হইল, তখন যথাসন্ত্ব পূর্বভাব পুনঃস্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর, মানক, চৈতন্য, ব্রাঙ্কসমাজ ও আর্যসমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও ক্রিষ্ণান্নের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

ভোজ্যজ্বব্যের স্থায় নানাধাতুবিশিষ্ট শরীর ও অনন্তভাবতরঙ্গশালী চিত্তের আর কি প্রকৃষ্ট উপাদান? কিন্তু যে খাত্ত দেহরক্ষা ও মনের বলসমাধানে একান্ত আবশ্যক, তাহারই শেষাংশ যথাসময়ে শরীর হইতে বহিক্রত হইতে না পারিলেই সকল অনর্থের মূল হয়।

(সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির স্থুতে ব্যষ্টির স্থুত, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বেই অসন্ত্ব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার স্থুতে স্থুত, দ্রুঃস্থে দ্রুঃস্থ ভোগ করিয়া শনৈঃ

## বর্তমান ভারত ।

অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য । শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে যত্ত্ব—পালনে অমরত্ব । প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার ? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না । উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তুপের তল-দেশে প্রেমস্বরূপ, নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে । সর্বসহা ধরিত্রীর স্থায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগ্মযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থ-পরতারাশি দূরে নিষ্ক্রিপ্ত হয় ।

তমসাচ্ছুব্দ পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা, সহস্রবার ঠেকিয়া এ মহান् সত্ত্বে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠেকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই— উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম । অত্যল্লদশী, মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থনাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য ।

## বর্তমান ভারত ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সংক্ষিত করেন, তাহা পুনর্বার সংক্ষারের জন্য ; এ কথা মনে ধাকে না, গচ্ছিত ধনে আঞ্চলিক হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত ।

প্রজানমষ্টির শক্তিকেন্দ্রকূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিমঞ্চয় কেবল ‘সহস্রগুণসুস্তুং’ । বেণ \* রাজার শ্যায় তিনি সর্বদেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া, অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যস্মাত্র দেখেন, স্ব হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার

---

\* বেণ—ভাগবতোক্ত রাজবিশেষ । কথিত আছে, ইনি আপনাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যহেশ্বর আদি দেবগণ অপেক্ষাও প্রের্ণ এবং পূজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন । ঋষিগণ তাঁহার এ অহক্ষার দূর করিবার জন্য কোন সময়ে সদৃপদেশ দিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের তিরক্ষার করেন এবং আপনাকেই পূজা করিতে বলায় তাঁহাদের কোপানলে নিহত হন । ভগবান् বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ রাজার বাহ্যমুন্দে উৎপন্ন ।

## বর্তমান ভারত ।

• ব্যাঘাতই মহাপাপ । (পালনের স্থানে কাষেই  
শীড়ন আনিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ ।)  
যদি সমাজ নির্বীর্য্য হয়, নীরবে সহ করে,  
রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর  
অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীত্রই বীর্যাবানু অন্ত  
জাতির ভক্ষ্যকূপে পরিণত হয় । ধেখায় সমাজ-  
শরীর বলবান, শীত্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া  
উপস্থিত হয় এবং তাহার আম্ফালমে ছত্র, দণ্ড,  
চামরাদি অতিদূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি  
চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের আর  
হইয়া পড়ে ।

যে মহাশক্তির জ্ঞানে 'ধরথির রক্ষনাথ  
কাপে লঙ্কাপুরে,' যাহার হস্তধূত শুবর্ণভাণ্ডকপ  
বকাণ প্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক  
পর্যন্ত বকপংক্তির আয় বিনীতমন্তকে  
পশ্চাদ্বামন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির  
বিকাশই পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল ।

ত্রাক্ষণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল,  
আমি সেই বিদ্যা উপজীবী, সমাজ আমার

## বর্তমান ভারত

শাসনে চলিবে, দিন কতক তাহাই হইল। “  
ক্ষত্রিয় বলিলেন, আমার অস্ত্রবল না থাকিলে  
বিদ্যাবল সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও,  
আমিই শ্রেষ্ঠ ; কোষমধ্যে অসিখনৎকার  
হইল, সমাজ অবনতমস্তকে গ্রহণ করিল।  
বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে  
পরিণত হইলেন। বৈশ্য বলিতেছেন, উন্মাদ !  
‘অথগুমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং’  
তোমরা যাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রাকূপী,  
অনন্তশক্তিমান्, আমার হন্তে। দেখ, ইঁহার  
কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান्। হে ভাস্তুণ,  
তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ইঁহারই প্রদাদে  
আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ,  
তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তেজ বীর্য, ইঁহার কৃপায়  
আমার অভিমত নিন্দির জন্য প্রযুক্ত হইবে।  
এই যে অতিবিস্তৃত, অভ্যন্তর কারখানা সকল  
দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। এই দেখ,  
অসংখ্য মক্ষিকারূপী শুদ্ধবর্গ তাহাতে অনবরত  
মধু সংক্ষয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে

## বর্তমান ভারত ।

‘কে ?—আমি । যথাকালে আমি পশ্চাদেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি ।

ত্রাঙ্কণক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের । যে টককক্ষার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন । সে ধন পাছে ত্রাঙ্কণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাংকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয় । আত্মরক্ষার্থ সেজন্ত শ্রেষ্ঠিকুল একমতি । কুসীদ-কশাহস্ত বণিক সকলের হৃকম্প উৎপাদক । অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত । যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্ত সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্ত বণিক সদাই সচেষ্ট । কিন্তু শূদ্রবুলে সে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই ।

“বণিক কোনু দেশে না ঘায় ?” নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে এক দেশের বিদ্যাবুদ্ধি কলা কৌশল বণিক অন্ত দেশে লইয়া

## বর্তমান ভারত ।

ষায় । যে বিদ্যা সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ কুধির, আক্ষণ ও ক্ষত্রিয়াধিকারে সমাজ-হৎ-পিণ্ডে পুঁজীকৃত হইয়াছিল, বণিকের পণ্য-বীধিকাভিন্নুৰ্থী পন্থানিচয়রূপ ধর্মনীয়োগে তাহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে । এ বৈশ্যপ্রাচুর্ভাব না হইলে, আজ এক প্রান্তের ভক্ষ্যভোজ্য সভ্যতা বিলাস ও বিদ্যা অন্ত প্রান্তে কে লইয়া যাইত ?

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে আক্ষণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধন্ত্য সন্তুষ্টি, তাহারা কোথায় ? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকানে “ক্ষমত্বপ্রভবো হি সঃ” বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি ব্লাক্স ? যাহাদের বিদ্যালাভেছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে “জিহ্বাচ্ছেদ শরীর-ভেদাদি” দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই “চলমান শুশান” ভারতের দেশের “ভারবাহী পশ্চ” নে শুদ্রজাতির কি গতি ? এদেশের কথা কি বলিব ? শুদ্রদের

## বর্তমান ভারত ।

কথা দূরে থাকুক ; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে  
অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী  
ইংরাজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অশ্বিমস্ত্রায় ;  
ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল  
শূদ্রত্ব । ( হুর্ভেদ্যতমনাবরণ এখন সকলকে  
সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে । / এখন চেষ্টায়  
তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই,  
অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অকুণ্ঠি নাই, হৃদয়ে  
প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই ; আছে প্রবল  
ঈর্ষা, স্বজ্ঞাতিদ্বেষ, আছে হুর্বলের যেনতেন  
প্রকারে সর্বনাশনাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর  
বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে । ) এখন তৃণি  
ঐশ্বর্যপ্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থনাধনে, জ্ঞান অনিত্য-  
বস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম্ম  
পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজ্ঞাতীয় অনুকরণে,  
বাণিজ্য কটুভাষণে, ভাষার ঔৎকর্ষ ধনীদের  
অত্যন্তু চাটুবাদে, বা জ্যন্ত অশ্লীলতা বিকৌ-  
রণে ; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা !  
ভারতের দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিষ্ঠ

## বর্তমান ভারত ।

হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শুদ্ধসাধারণ স্বজ্ঞাতিদেব । সংখ্যায় বহু হইলে কি হয় ? যে একতাবলে দশজনে লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শুদ্ধে এখনও বহুদূর ; শুদ্ধজ্ঞাতি মাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন ।

কিন্তু আশা আছে । কালপ্রতাবে ব্রাহ্মণ-দিবর্ণও শুদ্ধের নিষ্পাসনে সমানীত হইতেছে ও শুদ্ধজ্ঞাতি ও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে । শুদ্ধপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ । মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত-পদসঞ্চারে শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, নগণ্য জাপান খন্দুপতেজে শুদ্ধত্ব দূরে কেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ-বর্ণাধিকার আক্রমণ কৰিতেছে । আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপতি ও তুরুক্ষ স্পেনাদির নিষ্পাতিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য ।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শুদ্ধত্ব-সহিত শুদ্ধের প্রাধান্ত হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিযত্ব লাভ করিয়া শুদ্ধ জ্ঞাতি যে প্রকার

## বর্তমান ভারত ।

বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শুদ্ধধর্ম-কর্মসূহিত সর্বদেশের শুদ্ধেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে । তাহারই পূর্বাভাসছটা পাঞ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদ্বিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল । সোস্তালিঙ্গম, এনার্কিজ্ম, নাইহিলিঙ্গম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধৰ্জা । যুগ-যুগান্তরের পেষণের ফলে শুদ্ধমাত্রেই হয় কুকুর-বৎ পদলেছক, নতুবা হিংস্রপশুবৎ মৃশংস । আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল ; এজন্ত দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একে-বারেই নাই ।

পাঞ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শুদ্ধজাতির অভ্যুত্থানের একটী বিষম প্রত্যাবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি । ঐ গুণগত জাতি প্রাচীন কালে এতদেশেও প্রচার থাকিয়া শুদ্ধকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল । শুদ্ধজাতির একে বিশ্বার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই

## বর্তমান ভারত

একটি অসাধারণ পুরুষ শৃঙ্খুলে উৎপন্ন হয়, অভিজ্ঞাত সমাজ তৎক্ষণাত তাহাকে উপাধি-মণ্ডিত করিয়া, আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লয়। তাহার বিদ্যার প্রভাব, তাহার ধনের ভাগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাহার নিজের জাতি তাহার বিদ্যা বৃক্ষ ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিকৃপ অকর্মণ্য মনুষ্য সকল শৃঙ্খবর্গের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়।

বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ ও নারদ, দাসীপুত্র সত্য-কাম জ্ঞাবাল, ধীবর ব্যাস, অজ্ঞাতপিতা কৃপ, দ্রোণ, কর্ণাদি সকলেই বিদ্যা বা বৌরত্বের আধার বলিয়া ব্রাহ্মণত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তোলিত হইল ; তাহাতে বারাসনা, দাসী, ধীবর, বা সারধি কুলের কি লাভ হইল, বিবেচ্য। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুল হইতে পতিতেরা সততই শৃঙ্খুলে সমানীত হইত।

আধুনিক ভারতে শৃঙ্খুলোৎপন্ন মহাপণ্ডি-তের বা কোটীশ্বরেরও স্বসমাজত্যাগের

## বর্তমান ভারত ।

অধিকার নাই । কায়েই তাহাদের বিদ্যাবৃক্ষি ও ধনের প্রভাব স্বজ্ঞাতিগত হইয়া শ্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে । এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, যর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া রুক্ষমধ্যগত লোকসকলের দীরে দীরে উন্নতি বিধান করিতেছে । যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কারসংক্ষারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার মৌচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে ।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহ্যবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ । যে নেতৃসম্পদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল । কিন্তু মায়ার এমনই বিচ্ছি খেলা : যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল বল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগঃইত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্পদায়ের গণনা হইতে বিদৃঃরিত হয় ।

## বর্তমান ভারত।

পৌরোহিত্য শক্তি কানকমে শক্ত্যাধার প্রজাঃ  
পুঁজি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন করিয়া  
তাঁকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট  
পরাভূত হইল ; রাজশক্তি ও আপনাকে সম্পূর্ণ  
স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার  
মধ্যে দুষ্টর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত  
অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্য-  
কুলের হস্তে নিহত বা কীড়াপুত্রলিকা হইয়া  
গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থ নিকি  
করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক  
জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঁজি হইতে সম্পূর্ণ  
বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; এই স্থানে  
এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ হইতেছে।

সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার  
হইয়াও পরম্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি  
করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে  
বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এই ভাব  
থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ্দ ও  
ঘৃণা এবং সাধারণ শ্রীতি—সহানুভূতির কারণ।

## বর্তমান ভারত ।

মুংগ়য়াজীবী পশ্চকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়। জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয় ।

একান্ত স্বজাতি-বাংসব্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্রে গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্রে রোমের, কাফের-বিদ্রে আরবজাতির, মুর-বিদ্রে স্পেনের, স্পেন-বিদ্রে ক্রান্সের, ক্রান্স-বিদ্রে ইংলণ্ড ও জর্মানির, ও ইংলণ্ড-বিদ্রে আমেরিকার উত্তরি—প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া—এক প্রধান কারণ নিশ্চিত ।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক । ব্যষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত । স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ । বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আহুরক্ষা পর্যান্তও অসম্ভব । এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্ব-দেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান । তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে । প্রজ্ঞোৎপাদনও

## বর্তমান ভারত ।

বেন তেন প্রকারেণ উদর পৃষ্ঠির অবসর পাই-  
লেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি । আর  
উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্মে বাধা না হয় ।  
এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই ;  
ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম নোপান ।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে  
কর্তকগুলি দোষ বিদ্যমান, কর্তকগুলি প্রবল-  
গুণও আছে । সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে,  
পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্ত-  
মান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্ব-  
ব্যাপী শাসনযন্ত্র, অস্তদেশে পরিচালিত হয়  
নাই । বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায়, একপ্রান্তের  
পণ্ডিতব্য অন্ত প্রান্তে উপনীত হইতেছে, নেই  
চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বল-  
গুরুক ভারতের অস্থিমস্ত্বায় প্রবেশ করিতেছে ।  
এই সকল ভাবের মধ্যে কর্তকগুলি অতি  
কল্যাণকর, কর্তকগুলি অমঙ্গলকৃত আর  
কর্তকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ  
কল্যাণ নির্কারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক ।

## বর্তমান ভারত

কিন্তু শুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল  
ভবিষ্যৎমন্ত্রের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে  
যে, এই বিজ্ঞাতীয় ও প্রাচীন স্বজ্ঞাতীয় ভাব-  
সংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘস্মৃশ্বজ্ঞাতি বিনিষ্ঠ হই-  
তেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই, সকল কার্যেই  
ভমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। সে  
ভমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য।  
যুক্ত ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভমে পতিত হয়  
না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অভ্যন্তরই  
দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভমপ্রমাদপূর্ণ  
নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত  
কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত  
চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জন্য পুঞ্চানুপুঞ্চ-  
ভাবে নির্দ্বারিত করিয়া দেয়, এবং রাজণক্তির  
পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের  
বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা  
করিবার কি ধাকে? মননশীল বলিয়াই না  
আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার  
লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাচুর্ভাৰ,

## বর্তমান ভারত ।

জড়ত্বের আগমন । এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা, সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত ! ! ! দেশে কি নিয়মের অভাব ? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত কে বুঝে ?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজ্যার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ হৃণার পাত্র হয় না । অপ্রতিহতশক্তি সন্ত্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই । সে স্থলে জাত্যভিমানজনিত বিশেষাধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে । কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র, বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিত-দিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যন্ত-কালে বিজিতজাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া রূধা ব্যয়িত হয় । প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা,

## বর্তমান ভারত ।

‘সন্ত্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজা-  
দের স্থুত অধিক এজন্তুই হইয়াছিল । এজন্তুই  
বিজিতয়াছদীবংশসন্তুত হইয়াও খণ্টধর্মপ্রচারক  
পৌল, কেশরী-সন্তাটের সমক্ষে আপনার  
অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।  
ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ ক্রফ্বর্ণ বা “নেটিভ”  
অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া, আমাদিগকে অবজ্ঞা  
করিল, ইহাতে ক্ষতি রুদ্ধি নাই । আমাদের  
আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক  
জাতিগত ঘৃণারুদ্ধি আছে ; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয়  
রাজা শহায় হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শৃঙ্গদের  
“জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি” পুনরায় করিবার  
চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে ? প্রাচ্য  
আর্য্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক  
উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সন্তাব দৃষ্ট হইতেছে,  
মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরা “মরাঠা” জাতির যে  
সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতি-  
দের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সন্তুষ্টি  
বলিয়া ধারণা হইতেছে না । কিন্তু ইংরাজ

## বর্তমান ভারত ।

সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিতি  
হইতেছে যে, ভারতসম্বাদ্য তাহাদের  
অধিকারচুক্ত হইলে ইংরাজ জাতির সর্বনাশ  
উপস্থিতি হইবে । অতএব যেন তেন প্রকারেণ  
ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে ।  
এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর  
বক্ষে ইংরাজ জাতির “গৌরব” সদা জাগরুক  
রাখা । এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী  
চেষ্টার উত্তরোত্তর বুদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ হাস্ত  
ও কর্তৃণরনের উদয় হয় । ভারতনিবাসী  
ইংরাজ বুদ্ধি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য,  
অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহায়তাবলে  
তাহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে  
সদাজাগরক বিজ্ঞানসহায় বাণিজ্যবুদ্ধিবলে  
সর্বধনপ্রস্তু ভারতভূমি ও ইংলণ্ডের প্রধান  
পণ্যবীথিকা হইয়া পড়িয়াছে, যতদিন জাতীয়  
জীবন হইতে এই সকল শুণ লোপ না হয়,  
ততদিন তাহাদের নিঃহাসন অচল । এই  
সকল শুণ যতদিন ইংরাজে ধাকিবে, এমন

## বর্তমান ভারত ।

‘ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জিত হইবে । কিন্তু যদি এ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীরুত হয়, বুথা গৌরব ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শান্তি হইবে? এজন্তু এ সকল গুণের প্রাবল্য সত্ত্বেও, অর্থাৎ “গৌরব” রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক । উহা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শান্তক ও শান্তিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহু জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিন্দ্র হইতেছে । এই অল্প জাগরুকতার ফলস্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ । একদিকে, প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রয়াণ-বাহন, শতসূর্যাজ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিবাতি-প্রভা ; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্যাটিত, যুগ্মগান্তরের নহানুভূতিমোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসংকারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্যা, অমানব প্রতিভা ও দেবহুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী । একদিকে

## বর্তমান ভারত

জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্ত, প্রত্নতবলসঞ্চয়, তীব্র ইঞ্জিয়েস্ট্রি, বিজ্ঞানীয় ভাষায় মহাকোলাহল উঠাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে, পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচ্ছিন্ন যান, বিচ্ছিন্ন পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচ্ছিন্ন পরিষ্কারে লজ্জাহীনা বিদুষীনারীকুল, নৃতন ভাব, নৃতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রহ্ম, উপবাস, সৌতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবন্ধন, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচ্ছিন্নতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—

## বর্তমান ভারত ।

‘বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত এক-  
বার যেন বুঝিতেছে—স্থান ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম  
কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ  
করিতেছি, আবার মন্ত্রমুক্তবৎ শুনিতেছে,—

“ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ ।

কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥”

একদিকে, নব্য ভারত ভারতী বলিতেছেন,  
পতিপত্তীনির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা  
হওয়া উচিত ; কারণ, যে বিবাহে আমাদের  
সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ, তাহা আমরা  
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব ; অপর-  
দিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন,  
বিবাহ ইন্দ্রিয়স্থথের জন্য নহে, প্রজ্ঞাপাদনের  
জন্য । ইহাই এ দেশের ধারণা । প্রজ্ঞাপাদন  
দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী,  
অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের  
সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে  
প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের  
সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর ।

## বর্তমান ভারত ।

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাঞ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা পাঞ্চাত্য জাতিদের স্থায় বলবৌর্যসম্পন্ন হইব ; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূখ্য, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না ; নিংহ-চৰ্ম-আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ নিংহ হয় ?

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাঞ্চাত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল, ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যাতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান !

তবে কি আমাদের পাঞ্চাত্য জগৎ হইতে, শিখিবার কিছুই নাই ? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ? আমরা কি নম্পূর্ণ ? আমাদের নমাজ কি নর্মতোভাবে নিশ্চিন্দ ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ

## বর্তমান ভারত ।

করিতে হইবে, যত্রই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “বতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি” । যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । আছে,—কিন্তু ভয়ও আছে ।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে, সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত । একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে । তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, “বুঝি, কোনও ইংরাজ পাণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল ।”

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা । পাঞ্চাত্য-অনুকরণ-যোহ এমনই প্রবল হই-তেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না । শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ । হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্কুদ্ধিতার পরিচয় কি ?

## বর্তমান ভারত

পাঞ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, ।  
অতএব তাহাই ভাল ; পাঞ্চাত্য নারী স্বয়ম্ভরা,  
অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান ;  
পাঞ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ ভূষা অশন  
বনন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ ;  
পাঞ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে,—মূর্তি-  
পূজা অতি দৃষ্টিত, নন্দেহ কি ?

পাঞ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গল-  
প্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী  
গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও । পাঞ্চাত্যেরা  
জাতিভেদ ঘণ্টিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ববর্ণ  
একাকার হও । পাঞ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ  
সর্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি  
মন্দ নিশ্চিত ।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা,  
ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না ;  
তবে যদি পাঞ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রাই,  
আমাদের রীতিনীতির জ্যন্ততার কারণ হয়,  
তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য ।

## বর্তমান ভারত ।

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে ; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্পদায় মাত্রই এ দেশে নিষ্ফল হইবে । যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য, স্ত্রী পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাদ্য প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া, স্ত্রী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অগুমাত্রও সহানুভূতি নাই । পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, ছুর্বলজাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয় ।

বলবানের দিকে একলে যায় ;—গৌরবা-  
ধিতের গৌরবছুটা নিজের গাত্রে কোনও  
প্রকারে একটুও লাগে, ছুর্বল মাত্রেরই এই

## বর্তমান ভারত

ইছ্ছা । যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয়েণ-ভূষামণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিজ্ঞানীন দরিদ্র ভারতবাসীর নহিত আপনাদের সজ্ঞাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !! চতুর্দিশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পাসী এক্ষণে আর “নেটিভ” নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণস্মন্ত্বের ব্রহ্মণ্য-গৌরবের নিকট মহারথী কুণ্ঠীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কঠিতমাত্র-আচ্ছাদনকারী অস্ত, মূর্খ, নৌচ-জাতি, উহারা অনার্যজাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!

হে ভারত, এই পরামুবাদ, পরামুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দামস্মুলভ দুর্ভালতা, এই স্থগিত জগন্ত নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্ছাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে ? (হে ভারত, ভুলিও না—

## বর্তমান ভারত ।

তোমার নারীজাতির আদর্শ সৌতা, নাবিত্রী, দময়স্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্ত উমানাথ নর্কত্যাগী শক্তি; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়স্থথের—নিজের ব্যক্তিগত স্থথের—জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই “ঘায়ের” জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নৌচাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেধের তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চওল ভারত-বাসী আমার ভাই; তুমিও কঠিমাত্র বন্ধানুষ হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশ্যামা, আমার ঘোবনের উপবন, আমার বান্ধিক্যের বারাণসী; বল ভাই,

## বর্তমান ভারত ।

ভারতের মুক্তিকা আমার শৰ্গ, ভারতের  
কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত,  
(“হে গৌরীনাথ, হে জগদ়ম্বে, আমায় মনুষ্যজ্ব  
দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর,  
আমায় মানুষ কর।”)



*Meham bagam*

M·M·C.

## বঙ্গদেশে বেদ-চর্চা ।

সকলেই জানেন, বঙ্গদেশে বেদ-চর্চা অতি বিরল । অথচ বেদই হিন্দুর দর্শন, স্তুতি, পুরাণ, তত্ত্ব প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্মের অগণ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরূপ । সুতরাং হিন্দু ধর্মের যথার্থ মর্ম ও ইতিহাস জানিতে হইলে বেদই একমাত্র অবলম্বন । এই বেদ শিক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় সর্বিশেষ নিপুণতা প্রয়োজন । কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত সাধারণ সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন ধরণের । পাণিনি ব্যাকরণে বৃংপন্ন না হইলে বেদ পাঠ অসম্ভব । এই পাণিনি ব্যাকরণ সহজ ভাবে বৃকাহিবার জন্য ভগবান् পতঞ্জলি মহাভাষ্য নামক এক অপূর্ব ভাষা রচনা করিয়াছেন । ইহা যে শুধু ব্যাকরণ মাত্র, তাহা নহে । ইহা একটী বৌতিমত শব্দশাস্ত্র ( Philology ) । অপিচ ইহা প্রাচ্য-তত্ত্বাদ্যৈগণের পক্ষে এক ধানি অমূলা গুরু । এই গুরু এত দিন বঙ্গদেশে একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল । আজ আমরা ভগবৎকৃপায় নানা বিষ্ণু অতিকৃম করিয়া এই গুরু প্রকাশে অতি শীঘ্র সমর্থ হইব বলিয়া আনন্দিত । সম্ভবতঃ ৪৫ মাস মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবে । ইহাতে বঙ্গাক্ষরে মহাভাষ্যের মূল ও বেদজ্ঞ পঞ্চিত মোক্ষদাচরণ সামাধায়ী মহাশয় কর্ত বঙ্গাম্বিদ দেওয়া হইয়াছে । পুস্তকধানি কাপড়ে বাধা, ডিমাই ৮ পেজো কমবেশ ৮০০ আটশত পৃষ্ঠা হইবে । কিন্তু সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য মূল্য সাড়ে তিন টাকা ( ৩০ ) মাত্র নিশ্চিষ্ট হইল । ডাক-মাঞ্চল ও ভিঃ পিঃ ব্রতত্ত্ব ।

# উদ্বোধন ।

## রামকৃষ্ণ মিশনের পাঞ্চিক পত্র ।

১৩১১ সালের ১লা মার্চে উদ্বোধনের ৭ম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা। নিয়ন্ত্রিত পুস্তকগুলি উদ্বোধন আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ইংরাজী ।

বাঙ্গালা ।

রাজযোগ	১	রাজযোগ	১
জ্ঞানযোগ	১	” বাধান	১০
কর্মযোগ	১০	জ্ঞানযোগ	১
ভক্তিযোগ	১০	ভক্তিযোগ	১
বক্তৃতা ও পত্র	১০	কর্মযোগ	১
কর্মোপকথন	১০	চিকাগো বক্তৃতা	১০
চিকাগো বক্তৃতা	১০	স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ( ১ম ভাগ )	১০
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ( ১ম ভাগ )	...	গীতাশাস্করভাষ্যের বন্ধানুবাদ ( পূর্বৰ্ধ )	১০
গীতাশাস্করভাষ্যের বন্ধানুবাদ ( পূর্বৰ্ধ )	১০	পঞ্চিত প্রমথনাথ	
তর্কভূষণানুবাদিত	...	...	১

বিশেষ স্মৃতিধা—গীতাশাস্করভাষ্যানুবাদ বাতীত অন্তর্গত সকল পুস্তক উদ্বোধন গ্রাহকদিগকে অর্ক মূল্যে দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ৭ম বর্ষের উদ্বোধন গ্রাহকগণকে বিনামূল্যে, বিনা মাত্রলে দেওয়া হইতেছে।

ঠিকানা :—কার্য্যাধ্যক্ষ উদ্বোধন ।

১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, শ্রামবাজার প্লাট,

কল্পলিয়াটোলা, কলিকাতা ।

